কমপিউটার জগতের খবর

সাংসদদের ফান্ড থেকে৭৫,০০০ স্কুলে পিসি ও মডেম

ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে স্থাপনে ভারতের অভাবিত অগ্রগতি

(ভারত প্রতিনিধি)

আমেরিকার সমতালে ভারত উচ্চ প্রযুক্তির ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে স্থাপনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের প্রভাবে কাজ ও জীবন ধারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ভারত সরকারের ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (এনআইসি)-এর প্রধান এন. শেশাগিরি সম্প্রতি এক সেমিনারে জানিয়েছেন, "আমরা ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে স্থাপনে আমেরিকার সমপর্যায়ে রয়েছি।" এনআইসি এমন কমপিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপন করছে যার সাহায্যে কণ্ঠস্বর ডাটা এবং চিত্রকে একত্রে ব্যবহার করা যাবে। শেশাগিরি জানান, এনআইসি'র এই নেটওয়ার্ক (নিকনেট) গত বছর একটি ইনফরমেশন হাইওয়ে স্থাপন করেছে যা আমেরিকা থেকে মাত্র এক বছর পিছিয়ে ছিল। বর্তমানে ১৫টি বড় বড় শহরকে এর আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৭০-এ।

শেশাগিরি আরো জানান, এনআইসি সম্প্রতি অত্যাধুনিক হাইস্পীড সুপার হাইওয়ে চালু করেছে। প্রযুক্তিগতভাবে এটি ভারতকে আমেরিকার সমপর্যায়ে নিয়ে গেছে।

কমপিউটার প্রেমী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভারত এক্ষেত্রে এ পর্যায়ে এসেছে। তিনি শেশাগিরির কাছ থেকে কমপিউটারে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৯১ সালে মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রচলন এটিকে ত্বরান্বিত করে।

শেশাগিরি জানিয়েছেন, নিকনেট বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ১৫০টি দেশের সাথে যুক্ত। ভারতের ৫০০টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল বর্তমানে নিকনেটের সাথে সংযুক্ত। ১৯৯৮ সালের মধ্যে এনআইসি'র নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারতের সমস্ত কলেজ, হাসপাতাল এবং লাইব্রেরী যুক্ত হবে।

এদিকে ভারত সরকার ব্যবসায়ীদের চেম্বারগুলোকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত করছেন যাতে করে তারা প্রয়োজনমত ডাটাবেজসমূহ ব্যবহার করতে পারে। ভারতে সংসদ সদস্যদের নিজ নিজ এলাকা উন্নয়নের ফান্ড থেকে ৭৫,০০০ স্কুলে প্রশিক্ষণের জন্য কমপিউটার এবং মডেম কেনা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বিস্তৃত VSAT টার্মিনালসমূহকে তথ্য বিনিময় এবং ডাটা এন্ট্রি টার্মিনাল হিসেবে ব্যবহার করার কথা রয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং এ সমস্ত এলাকাকে ইনফরমেশন হাইওয়ের সাথে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

১৯৯৮ সালের মধ্যে 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটি' চালু করার জন্য ভারত শীঘ্রই একটি পাইলট প্রজেক্ট হাতে নিতে যাচ্ছে। এছাড়া বাসায় বসে পিসিতে পছন্দমত যে কোন ভিডিও ফিল্ম দেখার সুবিধাও পাওয়া যাবে অল্প কিছু দিনের ভেতরই।

[ভারতের NICNET সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আগ্রহী পাঠক কমপিউটার জগৎ-এর ডিসেম্বর, ১৯৯১ সংখ্যাটি দেখুন। –স.ক.জ]

দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কোম্পানী এ বছর ৩৬ লক্ষ সিডি-রম ড্রাইভ বিক্রি করবে

দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রীর প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এলজি ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানী এ বছর ৩৬ লক্ষ ইউনিট "কোয়াড্রপল স্পীড" সিডি-রম ড্রাইভ বিক্রি করে বিশ্ব বাজারের ১২% দখল করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

কোম্পানীটি সম্প্রতি সিউলের দক্ষিণে অবস্থিত তার কারখানায় সিডি-রম ড্রাইভের উৎপাদন ক্ষমতা মাসে ১,৬০,০০০ ইউনিট থেকে বাড়িয়ে ৩,২০,০০০ ইউনিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এলজি ইলেক্ট্রনিক্স মার্চ মাসের শেষ দিকে আমেরিকার প্যাকার্ড বেল ইলেক্ট্রনিক্সের সাবসিডিয়ারী রিভিল কমপিউটার প্রোডাক্টসের সাথে ১৫ কোটি ডলার মূল্যের ১০ লক্ষ সিডি-রম ড্রাইভ বিক্রির একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানীটি আমেরিকায় রিভিল কমপিউটারের কাছে প্রতি মাসে ৮০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ সিডি-রম ড্রাইভ রপ্তানী করবে। *

মাথাপিছু কমপিউটার. . .

বিশ্বে গড়ে প্রতি ১০,০০০ লোকের জন্য ২৭০টি পিসি রয়েছে। আমেরিকার প্রতি ১০,০০০ লোকের রয়েছে ২,৫০০ টি পিসি; সিঙ্গাপুরে ১,০৭০; চীনে ১০টি; ভারতে ৭টি।

বাংলাদেশে এই সংখ্যা ১ থেকে ২ এর মধ্যে। এখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিতদের মধ্যেও কমপিউটার ব্যবহারের আগ্রহ কম। *

Acer ফিলিপাইনসে মাদারবোর্ড তৈরি করবে

তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় কমপিউটার নির্মাতা এসার ইন্ক ফিলিপাইনসের সুবিক বে-তে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কে মাদারবোর্ড উৎপাদন করবে। ম্যানিলা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে আমেরিকার প্রাক্তন নৌঘাটি 'সুবিক-বে ন্যাভাল বেজ'-এ ২৬০ একর জমিতে এই পার্কটি স্থাপিত হচ্ছে। এতে এসারসহ ফিলিপাইনসের ৫২টি প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা স্থাপন করবে। *

কম্প্যাক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সফটওয়্যার নিবে

কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. বাঙ্গালোরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিএফএল সফটওয়্যার লিঃ এর কাছ থেকে সফটওয়্যার কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আমেরিকার বাইরে বিএসএলই প্রথম প্রতিষ্ঠান যারা কম্প্যাককে সফটওয়্যার সরবরাহ করবে। একটি পাইলট প্রকল্পের মান দেখার পর কম্প্যাক বিএফএলকে নির্বাচন করেছে।

বিএফএল সানসফট, কমশেয়ার এবং স্পেশিয়ালাইজড সফটওয়্যার ইন্টারন্যাশনাল-এর মত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে সফটওয়্যার সরবরাহ করে থাকে। কম্প্যাকের জন্য প্রতিষ্ঠানটি আলাদা একটি সফটওয়্যার উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে।

কম্প্যাক এ বছর ভারতে তার খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য দিল্লী এবং বাঙ্গালোরে দুটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে ৩ লাখ ডলার ব্যয় করেছে। ভারতের পিসি মার্কেটের ৬০% দখল করার জন্য সম্প্রতি কম্প্যাক সিএমসি লিঃ-কে সিস্টেমস ইন্টিগ্রেটর হিসেবে নির্বাচন করে তার সাথে যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

ভোটার আইডি কার্ড

ঢাকার কমপিউটার বাজারে বর্তমানে সবচাইতে আলোচিত ঘটনা তিনশত কোটি টাকার ভোটার আইডি কার্ডের কাজ। ৬ কোটি ভোটারের ছবিসহ তালিকা প্রণয়ন। কাজ ব্যাপক, সময় স্বল্প– হৈ চৈ পড়ে যায় কোম্পানীগুলোতে।

ইলেকশন কমিশন কাজটির জন্য টেন্ডার কল করে এবং পূর্ণাঙ্গ সমাধানসহ বিড জমা দেয়ার জন্য বলে। এতে করে ইলেকশন কমিশন ৭৮টি কোম্পানী থেকে সাড়া পায়। তার মধ্যে ২৬টি কোম্পানীকে বাছাই করে নেয়া হয়। বিশাল প্রজেক্টটি সম্পন্ন করার জন্য ইলেকশন কমিশন এক লক্ষ স্পট নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেখানে মেশিনপত্র নিয়ে কাজ করতে হবে। (ইতিমধ্যে আলাপ চলছে তিন লক্ষ স্পট করার)

তবে ৬ কোটি ভোটারের এই পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্পটির সারপত্রই এখনোর চূড়ান্ত হয়নি। এই প্রকল্পের ব্যয় আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকা এবং সময় ৪ বছর লাগবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এত বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস কোথায় তাও নির্ধারিত হয়নি।

টঙ্গী পৌরসভার নির্বাচনের জন্য ইলেকশন কমিশন ব্যস্ত থাকায় অন্যান্য তথ্য বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি। *

স্তনের ক্যান্সার নির্ণয়ে কমপিউটারের সহায়ক ভূমিকা

ডাক্তারগণ স্তনের ক্যান্সার নির্ণয়ে ম্যামোগ্রামের (এক্স-রে-এর সাহায্যে স্তন ক্যান্সার নির্ণয় পদ্ধতি) সহায়ক হিসেবে একটি নতুন উদ্ভাবিত কমপিউটার ব্যবহার করবেন। যে সমস্ত ক্যান্সার ম্যামোগ্রামে ধরা পড়ে না তাদের প্রায় অর্ধেক অংশ এই কমপিউটার নির্ণয় করতে পারবে।

নতুন ধরনের এই কমপিউটারটির নাম রাখা হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট ম্যামোগ্রাফি ওয়ার্কস্টেশন। এ বছরের শেষ দিকে এটি বাজারে পাওয়া যাবে। দাম পড়বে প্রায় এক লাখ ডলার। *

১৯৯৪-এ Acer সপ্তম

ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পো.,-এর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে,ব্রান্ড নামে কমপিউটার উৎপাদনকারীদের মাঝে এসার বিশ্বে সপ্তম স্থানে রয়েছে। সমীক্ষায় আরো বলা হয়েছে ভাল মানের আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ কমপিউটার বাজারজাত করে এসার এই স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ১৯৯৩ সালে একই সমীক্ষায় এসারের স্থান ছিল চতুর্দশতম। এসারের কর্মকর্তাসহ সকলের সার্বিক দক্ষতা এবং কর্মনিষ্ঠার ফলেই এক বছরের মধ্যে এরকম সম্মানজনক স্থান লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

স্যামসুং-হিউন্দাই যৌথ প্রকল্প

দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানী স্যামসুং এবং হিউন্দাই যৌথভাবে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কোম্পানী দুটি যৌথভাবে উন্নত মানের কমপিউটার তৈরি করবে। চুক্তি অনুসারে ১৯৯৭ সনে প্রকল্পটি কাজে হাত দিবে এবং কমপিউটার উৎপাদনে যাবে এবং ১৯৯৮ সনে তারা হাই-ইন্ড সার্ভার উৎপাদন করবে। প্রকল্পটিতে কোম্পানী দু'টিকে সরকার অর্থায়নে সহায়তা করবে। জানা গেছে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় অর্ধেক অর্থ প্রদান করবে প্রকল্পটিকে। *

প্রবিতি - নতুন ট্রেনিং সেন্টার

বাংলাদেশে মহিলা কমপিউটারবিদ হিসেবে কমপিউটারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব শাহেদা মুস্তাফিজের নেতৃত্বে সম্প্রতি বনানীতে গড়ে উঠেছে একটি কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রবিতি সিস্টেম নামক প্রতিষ্ঠানটিতে বিশেষ করে মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তবে পাশাপাশি শিশুরাও সুযোগ পাবে। কমপিউটারের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে প্রতিষ্ঠানটিতে। শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে যে কোন বয়সের নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মদক্ষ করে তোলা হবে।

(ঠিকানা ঃ প্রবিতি সিস্টেমস্, বাড়ী নং-৯০, সড়ক নং- ১৭/এ, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা।)

এইচপি'র সফটওয়্যারের কাজ পেয়েছে ভারতীয় কোম্পানী

ভারতে বাঙ্গালোরে অবস্থিত হিউলেট-প্যাকার্ড ইন্ডিয়া সফটওয়্যার অপারেশন এইচপি'র জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, পোর্টিং এবং মাইগ্রেশনের কাজ করার চুক্তি করেছে। আগামী বছরের মধ্যে তাদের এ কাজের জন্য ১ বিলিয়ন ডলার আয় হবে বলে কোম্পানী সূত্রে জানা গেছে। ৬ বছর পূর্বে স্থাপিত এই কোম্পানীটির জেনারেল ম্যানেজার রাধা বসু জানিয়েছেন যে, কাজের চাপে তারা প্রতি মাসে ১০ থেকে ১৫টি করে নতুন ওয়ার্ক স্টেশন যোগ করছেন। বর্তমানে এখানে ১৬৫ জন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছেন। আগামী জুন মাসে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ২২০-এ। ২০০০ সাল নাগাদ এ কোম্পানীতে ২০০০ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। *

কমপিউটার পেশাজীবীদের সংগঠন এসএসিটি সরকারী রেজিষ্ট্রেশন পেয়েছে

(চট্টগ্রাম থেকে ফারুক বিন সাদেক)

সোসাইটি ফর এডভান্সমেন্ট অব কমপিউটার টেকনোলজী (এসএসিটি) ৩০ মার্চ বাংলাদেশ জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস হতে সংগঠন হিসেবে সরকারী রেজিষ্ট্রেশন পেয়েছে। বর্তমানে এস সিটি কমপিউটার প্রফেশনালদের একমাত্র রেজিষ্টার্ড সংগঠন।

মূলত এই সংগঠন কমপিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও কমপিউটার শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে কমপিউটারের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং কমপিউটার ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের ৬ই ডিসেম্বর, 'বাংলাদেশ কমপিউটার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম' নামে আত্মপ্রকাশ করে। '৯৪ সালের ১১ই নভেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমপিউটার এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজী নামকরণ করা হয়।

পরবর্তীতে সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হলে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ ব্যাসিটি নামে রেজিষ্ট্রেশন না দিয়ে নাম সংশোধনের পরামর্শ দেন এবং সোসাইটি ফর এডভান্সমেন্ট অব কমপিউটার টেকনোলজী (এসএসিটি) নামে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন। আগামী ২১ এপ্রিল সংগঠনটির কার্যকরী কমিটি বিশেষ জরুরী সভায় মিলিত হবে বলে জানা গেছে। *

বিএমডিসি'র উদ্যোগে কমপিউটার প্রশিক্ষণ

(চট্টগ্রাম থেকে ফারুক বিন সাদেক)

গত ২৯ মার্চ বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (বিএমডিসি) চট্টগ্রাম উপকেন্দ্রের উদ্যোগে পক্ষকাল ব্যাপী "ওয়ার্ডপ্রসেসিং এন্ড স্প্রেডশীট এনালাইসিস ফর অফিস ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিএমডিসি'র মহা পরিচালিকা মিসেস সালমা খানের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সভাপতি এস, এম, আবুল কালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী এ, এম, জহিরউদ্দিন খান একটি লিখিত বাণী প্রেরণ করেন। শিক্ষিত যুবকদের কমপিউটারে শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, "একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের আরো বেশী কর্মনিষ্ঠ ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।"

প্রধান অতিথি এস, এম, আবুল কালাম, বিএমডিসি চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক ইন্দ্রজিত চন্দ্র বর্দ্ধন, কোর্স কো-অর্ডিনেটর এনামুল কবির প্রমুখ এতে বক্তব্য রাখেন।

পরে প্রধান অতিথি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ পত্র প্রদান করেন। *

মাল্টিলিংক হিউলেট প্যাকার্ডের চুক্তি

সম্প্রতি হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানী মাল্টিলিংক / কমপিউটার ওয়ার্ল্ড-এর সাথে বাংলাদেশে তাদের পিসি/নেটসার্ভার/কালার নোটবুকের জন্য সোল ডিষ্টিবিউটর এবং সকল প্রকার লেজার প্রিন্টারের ডিষ্ট্রিবিউটর হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য যে এতদিন মাল্টিলিংক এইচপি'র ডিলার হিসাবে এদেশে পিসি/প্রিন্টার/সার্ভার মার্কেটিং করে আসছিল। মাল্টিলিংক-এর উদ্যোগে এইচপি সামগ্রী এদেশে একটা উল্লেখযোগ্য মার্কেট শেয়ার দখল করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে উক্ত চুক্তি সম্পাদন করেছে।

ইতিমধ্যে এইচপি তার পিসি/সার্ভার-এর মূল্য আরও কমিয়ে এনেছে যাতে ১৯৯৫ সালে বিশ্ববাজারে কোম্পানীটি একটি উল্লেখযোগ্য আসন দখল করতে পারে। *

প্রকাশনায় কমপিউটার

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাক ছাপার কাজের জন্য বিশ্বমানের কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বাধুনিক কমপিউটার এবং সর্বশেষ সফটওয়্যারটিও এসে যাচ্ছে সাথে সাথেই। প্রিন্টিং মান বিশ্বের যে কোন উন্নত দেশের মতই। কমপিউটারের গ্রাফিক্স এখন পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে ঢাকায়। তবে ছাপাখানার মেশিনগুলো সামগ্রীকভাবে সর্বাধুনিক নয়। কারণ, এখনো পুরোনো অফসেট মেশিন দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। কমপিউটারাইজড প্রিন্টিং মেশিন স্থাপিত হয়নি।

কালার স্ক্যান-এর এমডি মুনিরুল ইসলামের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, প্রাক ছাপার কাজে কমপিউটারকে একশত ভাগ ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু ছাপাখানার প্রিন্টিং মেশিন কমপিউটারাইজড না হওয়াতে ছাপার মান সবসময় আশানুরূপ পাওয়া যাচ্ছে না। এরই মাঝে বিদেশের কাজও এখানে বসে করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু কাগজসহ প্রিন্টিং সামগ্রীর উপর কর আরোপের ব্যাপারটি সহজ করে দিলে এ সেক্টরে বিদেশী কাজ করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। তিনি আরো বলেন, এব্যাপারে বিদেশের সাথে যৌথভাবে প্রজেক্ট করার চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন শীঘ্রই। যেহেতু প্রাক ছাপার সমস্ত সাপোর্ট অনায়াসে নেয়া সম্ভব সেহেতু এই সেক্টরটি থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনাকে সফল করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

আবশ্যক

সি / ডিবেজ / ফক্সপ্রো / ক্লিপারে দক্ষ প্রোগ্রামার।

যোগাযোগ

দি ডেভেলপার্স কমপিউটার সিস্টেম

বাড়ী ৬৬, সড়ক ৮এ, ধানমন্ডি ঢাকা।

ফোন ঃ ৮১০৯৭০

আব্যশক

আকর্ষণীয় বেতনে দুইজন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ আবশ্যক। মার্কেটিং-এ অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ আবেদন করুন -

জেএএন এসোসিয়েটস

বাড়ী নং-১৩/১ (তৃতীয় তলা) সড়ক-৫,

ফাতেমা আর্কেড, মীরপুর রোড, ঢাকা।

ACT সেবার মান বৃদ্ধি করছে

এপ্লাইড কমপিউটার টেকনোলজি লিঃ-এর টেকনিক্যাল এবং ম্যানেজমেন্টের সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমেরিকাস্থ এসিটির কনসালটেন্ট জনাব নজরুল জামিল সম্প্রতি ঢাকাস্থ এসিটির টেকনোলজি ও মার্কেটিং ডাইরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন।

জনাব জামিল আমেরিকায় বিভিন্ন সময়ে ডিইসি, ওয়াং ল্যাব, কন্ট্রোল ডাটা কর্পো.-এর মত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন।

তিনি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক, ডাটা কমিউনিকেশন, ল্যান ইত্যাদি বহু বিষয়ে দক্ষ।

জনাব জামিল এ দেশের প্রথম সিএনআই (সার্টিফাইড নোভেল ইন্ট্রাক্টর) হিসেবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি এসিটির একজন উর্ধতন নেটওয়ার্ক সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ার- জনাব খন্দকার ওমর ফারুক নোভেল, আমেরিকার সিএনই (সার্টিফাইড নোভেল ইঞ্জিনিয়ার) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি গত ৪ বছর যাবৎ এসিটিতে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি তিনি বুয়েটে কমপিউটার বিজ্ঞানে এম এস প্রোগ্রাম সমাপ্ত করছেন।

চীনে কমপিউটার . . . .

বিশ্বের প্রতি ৫টি কমপিউটারের ৪টিতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে। আর চীনে ব্যবহৃত হচ্ছে শতকরা প্রায় ১০০টিতে।

চীনে কমপিউটার ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে চলেছে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দ্রুতগতিতে। ১৯৯৩ সালে চীনে পিসি বিক্রি হয়েছিল ৪,৫০,০০০টি। ১৯৯৪ সালে বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,৫০,০০০ ইউনিট।

চীন এখন বিপুল সংখ্যক বিশ্বমানের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছে। চীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এখন প্রতি বছর ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) করে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রী লাভ করছে।

চীন পাইরেটেড সফটওয়্যারের স্বর্গরাজ্য। প্রায় সব ধরনের সফটওয়্যার এখানে নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়।এখানে দা-বু-টি নামের একটি সিডি-রম বিক্রি হয় ১০০ ডলারে। এতে ৮০টি জনপ্রিয় সফটওয়্যার রয়েছে। পাশ্চাত্যে এর মূল্য প্রায় ৮০,০০০ ডলার! *

ডলফিন 3M এর পরিবেশক

ডলফিন কমপিউটার্স পৃথিবীর বিখ্যাত 3M সমাগ্রীর পরিবেশক নিযুক্ত হয়েছে।

3M এর প্রায় দুই হাজার বিভিন্ন ধরনের বহুল প্রচলিত সামগ্রীর মধ্যে OMG অফিস গ্রুপের সকল সামগ্রী, ডিস্কেট, কমপিউটারের প্রায় সব ধরণের পেরিফেরালস এবং প্রিন্টার জাতীয় সব কিছু ডলফিনের নিজস্ব ষ্টক থেকে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক জনাব আহমেদ হাসান জুয়েল। এ ব্যাপারে যোগাযোগ- ফোন ঃ ৮৩২৬৬৫, ফ্যাক্স ঃ ৮৬৯৮৪৪, পেজার ঃ ১১৩৭১। *

AST পিসি সার্ভারের মুল্য হ্রাস

আমেরিকার এএসটি রিসার্চ ইনক তাদের পিসি সার্ভারের দাম ১৩% থেকে ২২% পর্যন্ত কমানোর ঘোষণা দিয়েছে। এ পণ্যের নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো. এবং হিউলেট প্যাকার্ড কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান দৃঢ় করার লক্ষ্যে এএসটি এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

কোম্পানীটি তাদের নির্বাচিত কয়েকটি মডেলে নোভেল ইনক-এর অপারেটিং সিস্টেমের সর্বশেষ ভার্শন নেটওয়্যার ৪.১ সরবরাহ করবে। *

এপসন প্রিন্টার ২টি পিসিতে ব্যবহার করা যাবে

এপসন একটি ২৪ পিনের ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার বাজারে ছেড়েছে। এটির আয়তন ছোট এবং শব্দ খুবই কম।

এপসন এলকিউ-৩০০ নামের এই প্রিন্টারটি শেয়ারিং ডিভাইস ছাড়াই দুটি পিসির সাথে সংযুক্ত করা যায়। প্রিন্টারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা প্রেরণকারী ইন্টারফেসের সাথে খাপ খায়। এতে ছয়টি ফন্ট রয়েছে। প্রিন্টারটিকে একটি আপগ্রেড কিটের সাহায্যে রঙিন প্রিন্টারের রূপান্তর করা যায়। *

আনা, দু আনা, সিকি এবং ....

বাংলা তথ্য বিনিময় কোড প্রমিত করণের জন্য বিএসটিআই যে টেকনিক্যাল সাব-কমিটি গঠন করেছিল তারা বর্তমানে অহমীয়াসহ প্রাচীন বাংলার আনা, দু-আনা, সিকি এবং অন্যান্য চিহ্ন কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন। কমিটি মনে করছেন বাংলা তথ্য বিনিময় কোড নির্মাণের নেতৃত্ব বাংলাদেশকেই দিতে হবে। *

কমপিউটারবিদ মোর্শেদ-এর চেহলাম অনুষ্ঠিত

(চট্টগ্রাম থেকে ফারুক বিন সাদেক)

গত ১৭ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমা চট্টগ্রামের বেপারীপাড়াস্থ মহুয়া ভবনে বিশিষ্ট কমপিউটারবিদ মরহুম এ, এস, এম, শামীম মোর্শেদ বাপ্পী (২৯)'র চেহলাম অনুষ্ঠিত হয়।৫ই ফেব্রুয়ারী ফেনীর মহীপালের কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন)।

শামীম মোর্শেদ প্যারিস ভিত্তিক কম্যুনিকেশন নেটওয়ার্ক "সিটার" চট্টগ্রাম শাখার মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি মাষ্টার গ্রুপে কিছুকাল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরি করেন।কমপিউটারে উচ্চতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সফর করেন।

তিনি চীন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন এবং উচ্চতর গবেষণামূলক অধ্যয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেধা স্থান অধিকারী নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের শামীম মোর্শেদ ভ্রমণবিলাসী ছিলেন। শামীম মোর্শেদ অফিসিয়াল দোভাষী হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সাথে তাইওয়ান সফর করেন। তিনি চীনা, জাপানী, ফরাসী, স্প্যানিশসহ মোট আটটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

আমরা কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে মরহুম শামীম মোর্শেদের শোকার্ত পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাই। *

বিসিসি'র অফিস স্থানান্তরিত

১৬ই এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল তাদের নতুন অফিস থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। আওরঙ্গজেব রোডের ৭,০০০ বর্গফুট বাড়ী থেকে বর্তমানে ধানমন্ডির (রোড নং-৬, বাড়ী নং ৩১/এ) ১০,০০০ বর্গফুটের বাড়ীর সুপরিসরে স্থানান্তরিত হওয়ায় এখন কাউন্সিলের কার্যক্রম আরো সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে : নতুন অফিসে লাইব্রেরী এবং দ্বিতীয় কমপিউটার ল্যাব চালু করা হবে। ল্যাবের জন্য প্রয়োজনীয় কমপিউটার ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। *

বিসিসি-র ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল ও ইউনিডোর যৌথ উদ্যোগে "Strategy formulation for Software Industry of Bangladesh" শীর্ষক একটা ওয়ার্কশপ আগামী ২৯-৩০ এপ্রিল '৯৫ অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় একটি হোটেলে। বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস রপ্তানীর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এই সংক্রান্ত নীতিমালা ও স্ট্র্যাটেজি ফরমুলেশনের জন্য ইউনিডো'র সহায়তায় বিসিসি "Study on Strategy Formulation for Software Industry in Bangladesh" শীর্ষক একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। ঐ প্রকল্পের আওতায় যেসব ষ্টাডি পরিচালনা করা হয় তার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনগুলো তৈরি করা হয়েছে ঃ

(1) Software Export potential in Bangladesh Supply Factors, (2) Strategy Formulation and Supply Factors for Software Industry in Bangladesh (3) Trends in World Software Industry.

উপরোক্ত তিনটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকল্পের বিদেশী পরামর্শদাতা মিঃ মরিসন, Development of the Bangladesh Software Industry, Recommendations for Action শিরোনামে একটা বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন।

দেশে সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য গৃহীত আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে উক্ত Recommendation for Action বাংলাদেশ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে উপস্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে সকলের জন্য গ্রহনীয় একটা নীতিমালা এবং দিক নির্দেশনা তৈরি করে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে তুলে ধরাই এই ওয়ার্কশপের মূল লক্ষ্য। আলোচ্য ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি হিসাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিসিসি'র ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ মইন খান এবং মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং বিসিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান উপস্থিত থাকবেন। ওয়ার্কশপে ৪টি সেশন থাকবে এবং চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করবেন ডঃ আলমগীর মহিউদ্দিন, সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য যে বিদেশী পরামর্শদাতা জন মরিসনের প্রাথমিক রিপোর্ট ইতিপূর্বে কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত হয়েছে। *

চীনা ভাষাসমৃদ্ধ পিসি

সম্প্রতি এএসটি রিসার্চ ইনক., মাইক্রোসফট কর্পো. এবং স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানী সানটেক্স যৌথ উদ্যোগে চীনা ভাষার উইন্ডোজ ৩.২ অপারেটিং সিস্টেম উদ্ভাবন করেছে।

চীনের ডেস্কটপ পিসির নেতৃত্বদানকারী এএসটি মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে এমন একটি পিরিজের পিসি বাজারে ছেড়েছে যাতে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ছাড়াও রয়েছে চীনের জনপ্রিয় সফটওয়্যার 'স্টার'।

এএসটির চেয়ারম্যান শফি কোরেশী জানিয়েছেন, এএসটি মেশিনের সাথে চীনা ভাষার প্লাটফর্ম যুক্ত হওয়ায় চীনের ১২০ কোটি ডলারের ডেস্কটপ পিসির বাজারে এএসটি খুব ভাল অবস্থানে থাকবে। এটা চীনে পরবর্তী প্রজন্মের ডেস্কটপ কমপিউটারে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।

সারা বিশ্বে এখন গড়ে প্রতি ১০০০ জনের জন্য ২৭টি পিসি থাকলেও চীনে এই অনুপাত হচ্ছে ১০০০ জনে মাত্র ১টি পিসি। *

এইচপি প্রিন্টারও ও স্ক্যানার আপগ্রেড

HP Leser-jet 4P প্রিন্টারটি অতি সম্প্রতি 5P নামে আপগ্রেড করা হয়েছে। এর ফলে 5P'র গ্রাহকরা বেশ কিছু নতুন সুবিধাদি পূর্বের দামেই পেয়ে যাবেন। এছাড়াও ScanJet IIcx স্ক্যানারটি ScanJet 3cতে রূপান্তরিত হয়েছে। এতেও বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। অথচ দাম আগের মতই থাকছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন– ফোন ঃ ২৪৪৪৬৯, ২৮৩৩০৩।

বাংলা ডাটাবেসের সুবিধা নিয়ে এসেছে 'নথিপত্র'

সম্প্রতি মাইক্রোলজিক সিস্টেম সলিউশনস (প্রাঃ) লিঃ এর বাংলা ডাটাবেসের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছে "নথিপত্র" নামের এ সফটওয়্যারটি বাংলা ফন্টকে গ্রাফিক্স হিসেবে প্রিন্ট করার সুবিধা দিচ্ছে। এছাড়া সচিত্র ডাটাবেস করার জন্য অতিরিক্ত সফটওয়্যার হিসেবে সমন্বয় করা সম্ভব। বিশেষ করে ডিবেস, প্যারাডক্স বা ফক্সপ্রোতে ডাটাবেস করার জন্য এটি একটি কার্যকরী সফটওয়্যার বলে এর ডেভেলপারগণ জানিয়েছেন। *

আনন্দ কমপিউটার্স এসিআই-এর পরিবেশক

আনন্দ কমপিউটার্স সম্প্রতি এসিআই-এর পণ্যের জন্য বাংলাদেশে পরিবেশক নিযুক্ত হয়েছে। এসিআই-এর পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৪র্থ প্রজন্মের সফটওয়্যার বিশেষ করে ম্যাকিনটোশের জন্য ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম। তবে উত্তোজের আওতায় পিসির জন্যও এটি একটি ভাল ডাটাবেস সফটওয়্যার। সফটওয়্যারটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে কোন বাংলা কোডিং সর্টিং করে। আর ওরাকল/ইনফরমিক্স ইত্যাদি ডাটাবেজ সফটওয়্যারের সাথেও এটি চালানো সম্ভব। সর্বোপরি বিজনেস সলিউশনের জন্য এটি যথেষ্ট কার্যকর। *

চিপ উৎপাদনে যৌথ চুক্তি

আমেরিকার সানডিস্ক কর্পো. এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ৩য় বৃহত্তম সেমিভাক্টর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এলজি সেমিকন কোম্পানী যৌথভাবে এ বছরের শেষ দিক থেকে ১৬ মেগাবিটের ফ্লাশ মেমরি চিপ উৎপাদন করার চুক্তি করেছে।

ফ্লাশ মেমরিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও তথ্য মুছে যায় না। আগামীতে এগুলো কমপিউটারের হার্ডডিস্কের জায়গা দখল করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্রেডিট কার্ড আকারের মেমরি কার্ডে কয়েকটি ফ্ল্যাশ মেমরি চিপ একত্রিত করে পিসির উচ্চ ক্ষমতার হার্ড ডিস্কের সমান তথ্য ধারণ করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে টেপ বা ডিস্কের বদলে পান-বাজনা চিপেই সংরক্ষিত হবে। *

ইউনিডেভের প্রতিবাদ

ঢাকায় ACER কমপিউটারের অন্যতম পরিবেশক ইউনিডেভের পরিচালক জনাব ইমরান মাহমুদ কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত ACER-এর পরিবেশক সম্মেলন বিষয়ক একটি খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন যে, ACER এর পরিবেশক সম্মেলনে ইউনিডেভকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ইউনিডেভ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে নি। *

ওয়ার্ক স্টেশন কমপিউটারের বিক্রি বেড়েছে ২৫%

(আমেরিকা প্রতিনিধি)

সারা বিশ্বে ১৯৯৮ সালে ওয়ার্ক স্টেশনের বিক্রি ২৫% বেড়েছে। এ সময়ে পিসির বিক্রি বেড়েছে ২৩%। ১৯৯৪ সালে ওয়ার্কস্টেশন বিক্রি হয়েছে ৭,৭৯,০০০ ইউনিট। ১৯৯৩ সালে এই পরিমাণ ছিল ৬,২২,০০০ ইউনিট।

বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ধারণা করেছিলেন ওয়ার্কস্টেশনের বিক্রি ১০% এর বেশি বাড়বে না। কারণ শক্তিশালী পেন্টিয়াম এবং পাওয়ার পিসিভিত্তিক পিসির প্রচলনের জন্য নিম্ন প্রান্তিকের ওয়ার্ক স্টেশনের চাহিদা কমে যাবে। কিন্তু এই ধারনা সত্যে পরিণত হয়নি।

যদিও গত বছর ৫ কোটি পিসি বিক্রি হয়েছে, পিসির চেয়ে ওয়ার্কস্টেশনের পারফরমেন্স অনেক উন্নত হওয়ার কারণে ওয়ার্কস্টেশনের বিক্রি তুলনামূলকভাবে বেড়েছে বেশি।

ওয়ার্কস্টেশন বিক্রিতে সান মাইক্রো সিস্টেমের অংশ কমে গেলেও কোম্পানীটি এখনও ৩৬.২% অংশ নিয়ে ১ নং অবস্থানে রয়েছে। আইবিএম এবং এইচপি'র বিক্রি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। কর্পোরেট ক্রেতাদের অনেকে বৃহদাকার মেইনফ্রেমের বদলে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ডলারের এইচপি'র ওয়ার্ক স্টেশন ব্যবহার করার ফলে এইচপি'র বিক্রি বেড়েছে বলে এইচপি জানিয়েছে।

সস্তায় ওভার ড্রাইভ আপগ্রেড

সম্প্রতি ইন্টেল তার ওভারড্রাইভ প্রসেসরের মূল্য হ্রাস করেছে। এই মূল্য হ্রাস ৫০ ডলার (৫০ মেগা হার্টজের ইন্টেল ডিএক্স ২ প্রসেসর) থেকে ৩০০ ডলার (১০০ মেগাহার্টজের ইন্টেল ডিএক্স ৪ পর্যন্ত)।

এদিকে ইন্টেল তার ২৪ মেগাহার্টজ ৪৮৬ ভিত্তিক সিস্টেমসহ ৫০ মেগাহার্টজ এসএক্স ২ এবং ডিএক্স ২ সিস্টেমের জন্য পেন্টিয়াম ওভারড্রাইভ চিপ

বাজারে ছেড়েছে। এটিতে পেন্টিয়ামের ৬৩ মেগাহার্টজের গতি পাওয়া যাবে।

ইন্টেল এই ওভারড্রাইভ ইনসটল করার পদ্ধতি দেখানোর জন্য একটি সফটওয়্যার ডেমো সরবরাহ করছে। ৩.৩ ভোল্টের এই ওভার ড্রাইভটিতে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে এবং এটিকে ঠান্ডা রাখার জন্য এতে ফ্যানের ব্যবস্থা রয়েছে।

ইন্টেল আগামী জুন মানে ৩৩ এবং ৬৬ মেগাহার্টজের ৪৮৬ প্রসেসরের জন্য ওভার ড্রাইভ চিপ ছাড়বে। এ ছাড়া খুব শীঘ্রই কোম্পানীটি ৬০ এবং ৬৬ মেগাহার্টজ পেন্টিয়ামের জন্য ১২০ মেগাহার্টজের ওভার ড্রাইভ ছাড়ার কথা ঘোষণা দিয়েছে। *

এটিএন্ডটি এবং স্প্রিন্ট কোডাকের সামগ্রী ব্যবহার করতে পারে

সম্প্রতি ইষ্টম্যান কোডাক কো., এটিএন্ডটি এবং স্প্রিন্ট কর্পো. এর মত টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানীর সাথে চুক্তিতে আসার ব্যাপারে ব্যাপক আলাপ আলোচনা শুরু করেছে। টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে ডিজিটাল ইমেজ সম্প্রচারে কোডাক-এর পণ্য ব্যবহার করার জন্য এই আলাপ এবং চুক্তি।

ইতোমধ্যে স্প্রিন্ট-এর সাথে আলাপ বেশ অগ্রসর হয়েছে এবং তারা লাইসেন্স পর্যায়ের চুক্তিতে এসেছে। স্প্রিন্ট তাদের নেটওয়ার্ককে আপগ্রেড করে উচ্চ-মান পর্যায়ে নিয়ে আসবে যাতে করে ফটোগ্রাফ ও মেডিকেল এক্সরে ইত্যাদি কাজে কমপিউটার ব্যবহার করে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের মত কাজ করতে পারে। আর এর জন্য সামগ্রীকভাবে ব্যবহার করবে কোডাক-এর পণ্য।

অপরদিকে কোডাক এটিএন্ডটি'র সাথেও জোর আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে যাতে টেলিকমিউনিকেশনের সকল ক্ষেত্রে কোডাকের পণ্য ব্যবহার করে। কারণ কোডাকের এখন ক্যামেরা, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ সম্ভাব্য সকল হার্ডওয়্যার তো রয়েছেই উপরন্তু প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারও রয়েছে। কাজেই এটিএন্ডটি যাতে সামগ্রীকভাবে কোডাকের পণ্য ব্যবহার করে সে ব্যাপারে ইষ্টম্যান কোডাক কো. যথেষ্ট প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে। *

পি-৬ পিসি বাজারে আসছে

এবছরের দ্বিতীয়ার্ধে পি-৬ মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক ১৩৩ মেগাহার্টজের পিসি বাজারে আসছে।

পি-৬ দ্রুততম পেন্টিয়ামের চেয়ে দ্বিগুণ পারফরমেন্স দিবে। ৫৫ লক্ষ ট্রানজিষ্টার সমৃদ্ধ এই চিপ প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কোটি ইনস্ট্রাকশন পালন করতে পারবে। এর বিপুল প্রসেসিং ক্ষমতার জন্য এটি ইমেজ প্রসেসিং, স্পীড রিকগনিশন, ভিডিও কনফারেন্সিং ট্রানজাকশন এবং ডাটাবেজ প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত হবে। *

চীনের ভার্সিটিগুলোতে আইবিএম-এর সহায়তা

আমেরিকার আইবিএম-এর সাবসিডিয়ারী আইবিএম চায়না কোম্পানী চীনের ভার্সিটিগুলোতে কমপিউটার এবং প্রযুক্তি সহায়তা দান করবে।

মার্চ মাসের শেষ দিকে আইবিএম-এর প্রধান নির্বাহী লুইস গার্ষ্টনার চীনের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কমিশনের সাথে এ ব্যাপারে একটি সহায্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী আইবিএম দান করবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের কমপিউটার যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল সহায়তা, বৃত্তি ও অনুদান। আইবিএম চীনের শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্কের উন্নয়নেও সহায়তা দান করবে। এই কমপিউটার নেটওয়ার্কটি সমগ্র চীনব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সংযুক্ত করবে এবং বেইজিং-এ অবস্থিত কিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত কমপিউটারের সাথে আমেরিকার কর্ণেল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সুপার কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত করা হবে। আইবিএম এই চুক্তি অনুযায়ী চীনের ২০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি কেন্দ্রও স্থাপন করবে যা কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়নে সহায়তা করবে। *

যাঁরা লিখেছেন

আজম মাহমুদ– (১ম) ৪৯,(৪র্থ) ৩৬, (৫ম) ৩১, (৬ষ্ঠ) ৩১, (৭ম) ২১, ৫৩, (৯ম) ৩৩, ৩৪, (১০ম) ২৩, (১১শ) ২৮, (১২শ)২৯, ৩১।
আদনান মারুফ–(৬ষ্ঠ)২১,(৮ম)২৩।
আবদুল কাদের বাবর–(৯ম) ৩৯।
আবদুল হক অনু–(৩য়) ৩৩।
আর এম রাজা হুসাইন–(২য়) ৪১।
ইথার হান্নান–(১ম) ৫১, (৬ষ্ঠ) ৫৩।
ঈদিশতা নবী–(৫ম) ৫৫।
একেএম আজাদ–(১১শ) ৩১
এটিএম সফিকুল খালিদ তুহিন -(৪র্থ) ৩১, (১০ম)৩৩
এএসএম আশরাফুল হক রিপন–(৪র্থ)৪৩, (৫ম)৫১, (৬ষ্ঠ)৪৯, (৯ম)৪৯, (১০ম)৫১।
এমএ হান্নান বিন আজহার ইথার–(১১শ)১৫।
এমএ হোসেন–(১ম)২৯, (২য়)৩৯।
এম জাহাঙ্গীর আলম–(৬ষ্ঠ)৩৫।
এম শরিফ উদ্দীন–(৮ম)২৯।
এরিক ডি সিলভা রবিন–(২য়)৪৯, (৩য়)৪৫, (৯ম)৫৫, (১০ম)৫৩, (১২শ)৪৬।
কাজী সাঈদা মমতাজ শার্মীন–(৫ম)৩৩।
কাজী সারওয়ার আমিন–(৬ষ্ঠ)৪০।
কামাল আরশালান–(১ম)৩৫, (২য়)৩৫, ৪৫, (৩য়)১৯, (৪র্থ)৫৪, (৭ম)৪১,৫৫,(১১শ)১৮,(১২শ)২৪।
কেএএম মোর্শেদ–(৮ম)৩৪, (১০ম)৩৭।
কেএন মাহমুদ–(৭ম)৪৭।
খান মনজুর -ই- খোদা–(৯ম)৩১, (১১শ)৩৯।
গাজী আসিফ সালাউদ্দীন লেনিন–(৭ম)৫১।
গোলাম নবী জুয়েল–(২য়)২৫, (৫ম)১৭, (৬ষ্ঠ)৫১, (৭ম)২৯, (৮ম)২১, (৯ম)২১, (১২শ)২৭।
জিয়াউর রহমান–(১ম)২৭।
ডি জে ইভানস –(৯ম)৩১।
দেলোয়ার হোসেন আজাদ–(৭ম)২৭।
নাজীমউদ্দিন মোস্তান–(১ম)১৫, (৩য়)১৫, (৫ম)৫৭, (৬ষ্ঠ)১৭।
ফরহাদ কামাল– (১০ম)৫০, (১১শ)৫৪, (১২শ)৫৩।
ফরিদ আহমেদ সিদ্দিকী–(৩য়)৩৯।
ফারুক আহমেদ–(১ম)২৯, (২য়)৩৯, (১১শ)৩১।
ফারুক বিন সাদেক–(৭ম)৬০।
ভূইয়া ইনাম লেনিন–(৪র্থ)৪৯।
মইনউদ্দীন মাহমুদ স্বপন–(১১শ)২৯।
মাহবুব আহমেদ–(১ম)৪৮।
মুনীর হোসেন–(৮ম)১৭।
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী–(১০ম)৪৩, (১১ম)৫১, (১২শ)৩৭
মুহম্মদ জালাল–(২য়)৩১।
মুহাম্মদ শামীমুজ্জামান–(১০ম)১৭, (১১শ)২৪, (১২শ)১৫।
মোঃ আবদুল কাদের–(২য়)১৫, (৬ষ্ঠ)১৭।
মোঃ আরিফ হাসান–(১০ম)৩৫।
মোঃ তাজুল ইসলাম–(৭ম)৩৩।
মোঃফিরোজ আলম বাবুল–(৪র্থ)২৭।
মোঃশাহা আলম–(৪র্থ)৪১,(৫ম)৪৩, (৯ম)৫৪।
মোঃশাহাদৎরশীদ আপন–(৮ম)৪৭।
মোঃ হুমায়ুন কবীর–(২য়)৫৫, (৫ম)২৫, (৬ষ্ঠ)২৫, (৮ম)৩৯, (৯ম)২৫, (১০ম)২৯।
মোরতায়েজ আমিন ওপেল –(৭ম)১৭,(৮ম)১৭।
মোহাম্মদ আরিফুল হায়দার -(৮ম)২৫।
মোহাম্মদ জাকির হাসান–(২য়)৪৭।
মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান–(১ম)৩৮, (৩য়)২৯, (৪র্থ)৩৯, (৭ম)২৩, (১০ম)২৭।
মোহাম্মদ মনজুর মাহমুদ–(৩য়)৩৯।
মোহম্মদ লুৎফর রহমান–(১ম)২৩।
মোহাম্মদ হাসান শহীদ–(১ম)৪১, (২য়)১৭, (৩য়)২৫, (৪র্থ)১৭ (১১শ)২১।
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন–(৮ম)৪৩, (৯ম)৪৩,(১১শ)৪৭।
মোস্তফা ইবনে আলম–(১০ম)১৭, (১১শ)১৫।
মোস্তফা জব্বার–(১ম)৩৯, (২য়)৩১, (৪র্থ)৫১।
রেজাউল করিম–(১ম)৪৫।
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন–(৬ষ্ঠ)৩৩, (৭ম)৩৫।
সাদেকুল আজিজ–(১২শ)৪১।
সুলতানুর রেজা–(১০ম)২৫।
সালমা ফেরদৌস বীথি–(১ম)৫১, (২য়)৬১।
সৈয়দ সাব্বির আহমেদ–(৩য়)৩৫, (৫ম)৩৪।
হানিফ বিন আজহার ইকো–(৩য়)৪৯, ৫৭,(৪র্থ)২৩, (৫ম)২৩, (৬ষ্ঠ)৫৫, (৮ম)২৭, (৯ম)১৭, ২৪।
হাসান নাসের–(১ম)৫০, (৪র্থ)২৯।
হুমায়ুন মুস্তফি–(৬ষ্ঠ)৪৫।

যাঁরা সফটওয়্যারের কারুকাজ লিখেছেন

আজাদ খান ; আবু বকর সিদ্দিক ; আলমগীর মাহমুদ ; উমর রায়হান ; এ এস এম আশরাফুল হক রিপন ; এম এ ইকবাল মনির ; এস এম জাহিদ ইকবাল ; কাজী সাঈদা মমতাজ শার্মীন ; গাজী আসিফ সালাউদ্দিন লেনিন ; দেবাশীষ দত্ত ; নাঈমাআক্তার ; ফরিদ আহমেদ ; মনিরুল ইসলাম শরীফ ; মোঃ আমিনুল হক সবুজ ;মোঃ আলতাফ হোসেইন ;মোঃ নাসিরুল ইসলাম ; মোঃ ফজলে আহসান; মোঃ রেজাউল করিম আক্তার ; মোঃ মজনুর রহমান ; মোঃ শহিদুল ইসলাম ; মোঃ শাহজালাল খান মজলিশ ; মোহাম্মদ আবদুর রহমান উজ্জল ; লেলিন পিনহার মিঠু ; শাহনাজ পারভীন সিমা ; শিউলী দেবী ; শৈবাল।

যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন

অরুন কৃষ্ণ স্বামী–(৫ম)৩১ ; আফতাব-উল ইসলাম–(৬ষ্ঠ)১৮, (৮ম)৫৩ ; আবদুল্লাহ এইচ কাফি–(১ম)২৫, (৬ষ্ঠ)১৮, (৮ম)৫৩ ; আতিক রব্বানী–(৮ম)৫৩ ; আব্দুল মান্নান সরকার–(১২শ)২৭ ; এম এ ওয়াহাব–(৮ম)৫২ ; এম এন গোলাম মহিউদ্দিন ইসলাম–(৬ষ্ঠ)১৭; (৮ম)৫২ ;এডু রবিনসন (১০ম)১৮ ; কারমেন জিতা লামাগনা–(৯ম)৩৪ ; গোলাম মহিউদ্দিন– (৮ম) ৫২; জন মরিসন –(১ম)৩৫;জাফর ইকবাল–(৯ম)২৪; জামিল আজহার– (১২শ)২৪ ; ডগলাস স্পেনসার– (১২শ)৩২; ফাইয়াজি জামিল–(৮ম)৫২ ; বোরহান উদ্দিন–(৬ষ্ঠ)১৭, (৮ম)৫২, (১২শ)৩৩ ; মঈন খান–(৮ম)৫২ ; মনসুর মুসা–(১১শ)২৪ ; মমলুক ছাবির আহমেদ–(৮ম)৫২ ; মুনীম হোসেন রানা–(৮ম)৫২ ; মোহাম্মদ লুৎফর রহমান–(৯ম)২৪ ; মোহাম্মদ শহিদুজ্জমান–(৮ম)৫৩ ;মোস্তফা জব্বার–(১ম)২৫, (৮ম)৫২ ; লোকমান হোসেন–(৮ম)৫২ ; শাফকাত হায়দার–(৮ম)৫২ ; শামসুল হক চৌধুরী–(৮ম)৫২ ; শাহদুল হক–(৮ম)৫৩ ; সাঈফ উদ দোহা–(১১শ)২৫ ; শেখ আবদুল আজিজ–(৮ম) ৫২; শেখ এ ওয়াহিদ–(৪র্থ)৪৯; সাজ্জাদ হোসেন–(১ম) ২৫; হুমায়ুন কবীর–(৯ম) ২৪।

কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ/প্রতিবেদন

অন-লাইন তথ্য সেবার বর্তমান ভবিষ্যত (৮ম) ১৭; অনিশ্চয়তার পথে বাংলাদেশের বাংলা (১০ম) ১৭; অপটিক্যাল কমপিউটার স্বপ্ন থেকে বস্তবতায় উত্তরণ (৪র্থ) ২৭; আয় -উপার্জনে কমপিউটারের হাতছানি (৫ম) ১৭; ই-মেইল ব্যাপক প্রচলন না হলে (২য়) ৪৫; ইন্টারনেট-হাতের মুঠোয় তাবৎ বিশ্ব (৮ম) ১৭; কমপিউটারের উপর ট্যাক্সের খড়গ (৬ষ্ঠ) ১৭; কমপিউটার ক্রয়ের পঞ্চনীতি (৯ম) ২১;কমপিউটার নেটওয়ার্ক (৬ষ্ঠ) ২৫, (৮ম) ৩৯, (৯ম) ২৫; কমপিউটারায়নে ভিয়েতনামের অতিক্রমণ (৬ষ্ঠ) ২১; গার্মেন্টস শিল্পের কাঁধে ভর দিয়েই আইটি বিকাশ ঘটবে (৩য়) ১৯; গ্রুপওয়্যার প্রযুক্তি উন্নয়নের ধারা পাল্টে দিতে পারে (৫ম) ৫৫; জাতির মেধার বিকাশে (২য়) ৫৭; জিপিএস: কারিগরি প্রযুক্তির নবতর সংযোজন (৫ম) ২৩; ট্রেড পয়েন্টঃ বিশ্ব বাণিজ্যে টার্নিং পয়েন্ট (৭ম) ১৭; নতুন এশীয় ইন্টারাকটিভ সুপার হাইওয়ে (৮ম) ২৩; পিসি আপগ্রেড অপচয় না মিতব্যয়িতা (৯ম) ১৭; পিসিতে ইউনিক্সের ব্যবহার ও ভবিষ্যত (১০ম) ২৭; পিসির জগতে নতুন ধারা (২য়) ১৭; প্রযুক্তির অভাবিত উৎকর্ষতাঃ স্বল্পমূল্য - বঞ্চিত জনগনঃ নীরব সরকার (১১শ) ১৫; ফাজি-লজিক জগতের নতুন দিগন্ত (৭ম) ২৩; বাংলাদেশঃ টেলিযোগাযোগ পশ্চাদপদতায় সংকট (১ম) ২৫; বাংলাদেশী সফটওয়্যার বিদেশে প্রশংসিত (১২শ) ২৩; বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কমপিউটার শিক্ষা (৬ষ্ঠ) ২৩; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক লাইব্রেরীর নেটওয়ার্ক (৪র্থ) ৫৪; বিজ্ঞান গবেষণায় কমপিউটার (৯ম) ৪৩; বিশ্ব তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি (৫ম) ৫৭; বিশ্ব সফটওয়্যার বাজার ও আমরা (১ম) ৩৫; বৃহত্তম কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (১২ শ) ২৭; ভবিষ্যতের প্রযুক্তিঃ কমপিউটার নির্ভর জীবন, বদলে যাবে বিশ্ব (১২শ) ১৫; শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ইসিএসবিভাগ (৯ম) ২৪; সফটওয়্যার এখন বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের তালিকায় (১১শ) ১৮; সফটওয়্যার সুইট (৬ষ্ঠ) ৪৫; সুপার ম্যাথ-বাস্তব বিশ্বের বিস্ময় (৮ম) ২৫; সিস্টেম ডিজাইন-লাইব্রেরী ইনফরমেশন সিস্টেমস (৪র্থ) ৩৯; স্ট্যাটাস সিম্বল নয়-ব্যাপক জনগনের হাতে দিন সেল্যুলার ফোন (৩য়) ১৫।